ওলসন কর্তৃপক্ষকে বলেছেন, তিনি মুনা হাবিবের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারটা ইসলামাবাদে সিআইএ'র স্টেশন প্রধানকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু আদালতের তথ্য বলছে তিনি আসলে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের কাছে তথ্যটি জানাননি, যেটা সরকারের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স নিয়মে তার জানানোর কথা ছিল। ২০১৫ সালে তাদের দুজনের আবার যোগাযোগ শুরু হয়। হাবিব কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা প্রোগ্রামে ভর্তির সুযোগ পান, কিন্তু এজন্য প্রায় এক লাখ ইউএস ডলার টিউশন ফি তার পক্ষে যোগাড় সম্ভব ছিল না। ওলসন হাবিবকে বলেন তিনি তার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানি ব্যবসায়ী ইমাদ জুবেরির পরিচয় করিয়ে দেবেন।

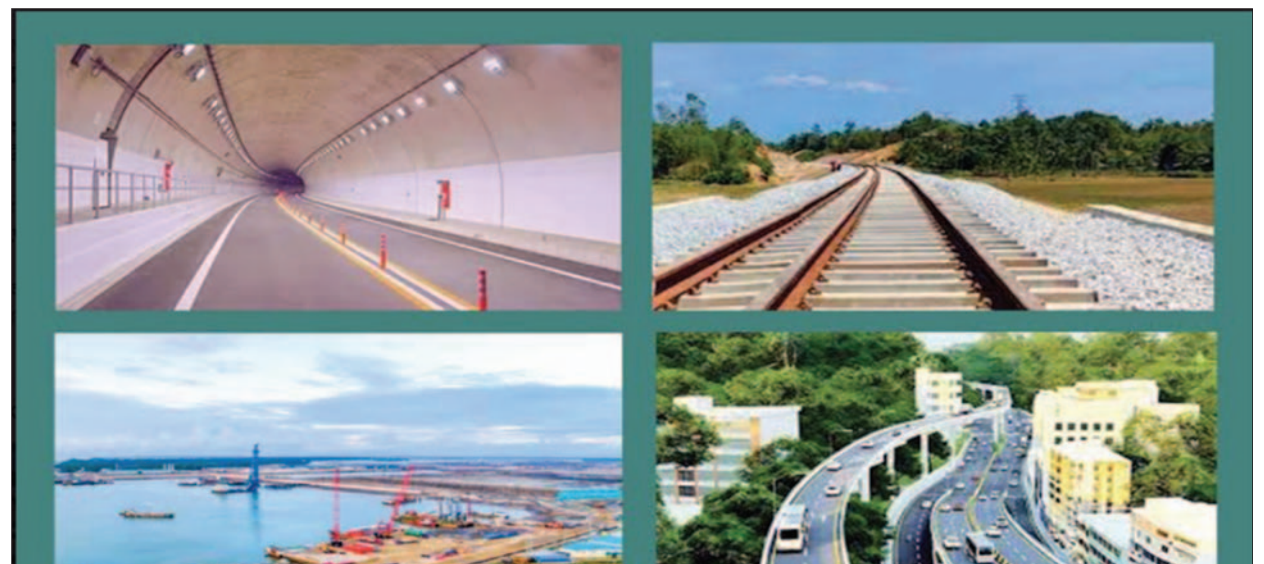

চট্টগ্রামে চার মেগাপ্রকল্প হবে যোগাযোগের নতুন সূচনা

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি

নানা ভোগান্তি শেষে এখন নতুন আলো দেখাচ্ছে চট্টগ্রামের চার প্রকল্প। দীর্ঘদিন ধরে এই চলছে ৪ মেগাপ্রকল্পের উন্নয়ন কাজ। যা আগামী অক্টোবরের মধ্যেই চালু করতে চায় সরকার। এসব প্রকল্প চালু হলে চট্টগ্রাম হবে যোগাযোগের নতুন সূচনা। পাল্টে যাবে চট্টগ্রামের চেহারা। এমন মত প্রকাশ করেছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিশিষ্টজনেরা।

প্রকল্পগুলো হচ্ছে- কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইন ও চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে।

প্রকল্পগুলোর পরিচালকদের তথ্যমতে, এসব প্রকল্পের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে। শেষের পথে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইন প্রকল্প, চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্পের কাজও। যা অক্টোবরের মধ্যে শেষ হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব প্রকল্প উদ্বোধন করবেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। এখন যানবাহন চলাচলের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ চলছে। প্রকল্প পরিচালক (পিডি) মো. হারুনুর রশীদ চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ৩৫ ফুট প্রশস্ত এবং ১৬ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট দুটি টিউব ১১ মিটার ব্যবধানে তৈরি করা হয়েছে। যাতে ভারী যানবাহন সহজেই টানেলের মধ্য দিয়ে চলতে পারে। টানেলের দৈর্ঘ্য ৩.৪০ কিলোমিটার। যার সঙ্গে ৫.৩৫ কিলোমিটারের এপ্রোচ রোডের পাশাপাশি ৭৪০ মিটারের একটি সেতু রয়েছে, যা মূল শহর, বন্দর এবং নদীর পশ্চিম দিককে এর পূর্ব দিকের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।

প্রকল্পের তথ্যমতে, টানেলটি চট্টগ্রাম বন্দরকে সরাসরি আনোয়ারা উপজেলার সঙ্গে সংযুক্ত করা ছাড়াও কক্সবাজারকে চট্টগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। টানেলটি প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়েকে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত করবে এবং দুরত্ব ৪০ কিলোমিটার কমিয়ে আনবে। এই টানেলে যানবাহন ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার বেগে চলতে পারবে। টানেল দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে হলে টোল দিতে হবে। যানবাহনের শ্রেণিভেদে টোল ২শ থেকে ১ হাজার টাকা বলে সূত্র জানিয়েছে।

১০ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেল প্রকল্পটি বাংলাদেশ ও চীন সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। চীনের এক্সিম ব্যাংক দুই শতাংশ হারে সুদে ৫ হাজার ৯১৩ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে এবং বাকি অংশের অর্থায়ন করছে বাংলাদেশ সরকার।

গত ১৪ আগস্ট সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ অক্টোবর চট্টগ্রামে নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল উদ্বোধন করবেন। এরআগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রথম টানেল টিউবের বোরিং কাজের উদ্বোধন করেন। ২০১৬ সালের ১৪ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং যৌথভাবে টানেলটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রকল্পের ঠিকাদার হিসেবে কাজ করছে চায়না কমিউনিকেশনস কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড।

মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর :

আগামী আক্টোবর মাসে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরের অধীনে কক্সাজারের মহেশখালীতে নির্মিত মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের উদ্বোধনের কথা রয়েছে। আর এই সমুদ্র বন্দর ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসএএ) সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ আরিফ।

তিনি বলেন, আমাদের এই অঞ্চলে গভীর সমুদ্রবন্দর আছে সিঙ্গাপুরে। যে কারণে মাদারভ্যাসেলগুলো ওখানেই ভিড়ে। ওখান থেকে ফিডার জাহাজে করে এখানে আনতে হয়। এতে অনেক খরচ হয়। এ খরচতো ইনপোর্টাররা পকেট থেকে দিবে না। তাই চাপটা পড়ে ভোক্তাদের ওপর। মাতারবাড়ি বন্দর হলে ইনপোর্টারদের খরচ কমে যাবে, জিনিসপত্রের দামও কমে যাবে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব ওমর ফারুক বলেন, বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিগুলোতে সাধারণত মাত্র ৯ দশমিক ৫মিটার ড্রাফটবিশিষ্ট জাহাজ বার্থ করতে পারে। তবে সম্প্রতি ১০মিটার ড্রাফটের একটি জাহাজ ভেড়ানো হয়েছে। কিন্তু এসব জাহাজ ৮শ থেকে সর্বোচ্চ ২৪শ টিইইউএস কন্টেনার বহন করতে পারে। একটি মাদার ভেসেলের ধারণক্ষমতা ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার টিইইউএস কন্টেনার। মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ হলে ৮ হাজার টিইইউসের বেশি সক্ষমতাসম্পন্ন কন্টেনার বহনকারী জাহাজ নোঙর করতে পারবে। সহজেই আসতে পারবে বৃহদাকার কন্টেনার জাহাজ। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটবে।

বন্দর সূত্র জানায়, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর এখন দৃশ্যমান। দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ি ধলঘাট এলাকায়। বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে ১ হাজার ৩১ একর জায়গার নির্মাণ করা হচ্ছে এই বন্দরটি। প্রকল্পের দুটি অংশ। একটি হলো বন্দর নির্মাণ এবং অপরটি সড়ক ও জনপথের আওতাধীন সড়ক নির্মাণ। প্রকল্পের আওতায় ৩শ মিটার দীর্ঘ একটি মাল্টিপারপাস জেটি এবং ৪৬০ মিটার দীর্ঘ একটি কনটেইনার জেটি নির্মিত হবে। জেটি নির্মাণ কাজ শেষ করতে ২০২৬ সাল পর্যন্ত সময় লাগবে। তখন ১১ লাখ কনটেইনার হ্যান্ডেলিং করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে বন্দর।

মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দরের দুই টার্মিনালে মোট ৭৬০ মিটার দীর্ঘ জেটি নির্মাণ করা হবে। সেখানে ৪৬০ মিটার দীর্ঘ জেটিতে ভিড়বে ৩৫০ মিটার দীর্ঘ কনটেইনার জাহাজ। আর ৩০০ মিটার দীর্ঘ জেটিতে ভিড়বে ২শ মিটার লম্বা সাধারণ জাহাজ। নৌপথে এখন পানির গভীরতা ১৬ মিটার। এই গভীরতা ব্যবহার করে ১৪ থেকে সাড়ে ১৪ মিটার গভীরতার জাহাজ ভেড়ানো সম্ভব হবে।

গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে ৩৫০ মিটার প্রশস্ত ও ১৬ মিটার (সিডিএল) গভীরতা সম্পন্ন ১৪ দশমিক ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ এপ্রোচ চ্যানেল নির্মাণ শেষ হয়েছে। এছাড়াও এপ্রোচ চ্যানেলের উত্তর পাশে ২ হাজার ১৫০ মিটার দীর্ঘ ও দক্ষিণ পাশে ৬৭০ মিটার দীর্ঘ ব্রেক ওয়াটার (ঢেউ নিরোধক বাঁধ) নির্মাণের কাজও সম্পন্ন হয়েছে।

২০২৬ সালের ডিসেম্বরে চালু হবে জাহাজ থেকে কনটেইনার ও পণ্য ওঠানো নামানোর এই টার্মিনাল। ইতিমধ্যে প্রকল্পের আওতায় মাতারবাড়ি টার্মিনাল থেকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক পর্যন্ত ২৭ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। এতে চট্টগ্রামের চেহারা পাল্টে যাবে বলে জানান সওজের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক মো. জাকির হোসেন।

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইন::

আগামী অক্টোবর মাসেই পর্যটন নগরী কক্সবাজার যাবে ট্রেন। এ লক্ষ্যে চলছে চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেললাইনের শেষ পর্যায়ের কাজ। ইতোমধ্যে উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে ট্রেনের ছয়টি বগি এবং একটি ইঞ্জিন। যেগুলো গত এক মাস ধরে অবস্থান করছে পটিয়া রেলওয়ে স্টেশনের সামনে।

চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত নির্বিঘ্নে ট্রেন চলাচলের জন্য কালুরঘাট ব্রিজের কাজ দ্রুত সংস্কার করা হচ্ছে বলে জানালেন রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী মো. আবু জাফর মিঞা। তিনি বলেন, ব্রিজটি মজবুত করা হচ্ছে। গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে সংস্কার শুরু হয়। আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সংস্কারকাজের জন্য সব ধরনের যানবাহন ও ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে। সংস্কার শেষ হলে যানবাহন ও ট্রেন চলাচল পুনরায় শুরু হবে।

রেলওয়ে সূত্র জানায়, প্রায় ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতুটির সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পরামর্শক দলের সুপারিশ অনুযায়ী সেতুটি সংস্কার করা হচ্ছে। ৬৩৮ মিটার দীর্ঘ সেতুটি ২০০১ সালে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছিল। বর্তমানে সেতুর ওপর দিয়ে চট্টগ্রাম-দোহাজারী রেললাইনে ১০ টন ভারী ইঞ্জিন চলাচল করে। সেতু পার হওয়ার সময় গতি থাকে সর্বোচ্চ ১০ কিলোমিটার। তবে কক্সবাজারগামী ইঞ্জিনের ওজন হবে ১২-১৫ টন। ট্রেনের গতি হবে সর্বোচ্চ ৮০-১শ কিলোমিটার।

দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইন প্রকল্পের পরিচালক মফিজুর রহমান বলেন, দোহাজারী-কক্সবাজারে ৯২ কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। দৃশ্যমান হয়েছে ছোট-বড় প্রায় সবকটি ব্রিজ-কালভার্ট। প্রকল্পের অগ্রগতি প্রায় ৮৮ শতাংশ। চলতি মাসের মধ্যেই প্রকল্পের কাজ শেষ করার টার্গেট আছে। আগামী অক্টোবরেই প্রকল্পের উদ্বোধনের প্রস্তুতি রয়েছে। এ লক্ষ্যে কাজ চলছে।

প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, ১৮ হাজার ৩৪ কোটি ৪৭ লাখ টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০ কিলোমিটার রেললাইন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০১১ সালের ৩ এপ্রিল দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার পর্যন্ত মিটারগেজ রেলপথ নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মধ্যে চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে রামু পর্যন্ত ৮৮ কিলোমিটার এবং রামু থেকে কক্সবাজার ১২ কিলোমিটার।

প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনের প্রায় সাত বছর পর ২০১৮ সালে ডুয়েল গেজ এবং সিঙ্গেল ট্র্যাক রেললাইন প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরু হয়। প্রথমে প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছিল এক হাজার ৮৫২ কোটি টাকা। ২০১৬ সালে প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধন করে ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ১৮ হাজার ৩৪ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। এতে অর্থায়ন করেছে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার। এটি সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। এখন পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৮ শতাংশ। ১শ কিলোমিটারের মধ্যে ৯২ কিলোমিটার অংশে রেললাইন বসানোর কাজ শেষ হয়েছে।

চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে::

অক্টোবর মাসের মধ্যেই যানচলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। চট্টগ্রাম নগরীর লালখান বাজার থেকে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি প্রায় ৮০ শতাংশ। এরইমধ্যে শুরু হয়েছে উদ্বোধনের তোড়জোড়।

এক্সপ্রেসওয়েটিতে ওঠা-নামার জন্য বিভিন্ন স্থানে ১৪টি র‍্যাম্প সংযোজনের কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত একটিও নির্মাণ হয়নি। যে কারণে উদ্বোধনের পরও এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে চট্টগ্রাম নগরীর যানজট নিরসনে কতখানি ভূমিকা রাখবে তা নিয়ে এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ৪ হাজার ৩৬৯ কোটি ৭ লাখ ১০ হাজার ৮১৯ টাকা।

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি নির্মাণ করছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক)। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান প্রকৌশলী কাজী হাসান বিন শামস বলেন, আগামী অক্টোবরে দেশের একমাত্র টানেল উদ্বোধনের কথা রয়েছে। টানেল চালু হলে চট্টগ্রাম নগরীতে যানবাহনের চাপ বাড়বে। সে বিষয়টি মাথায় রেখে টানেলের সাথে এক্সপ্রেসওয়ে চালুর চিন্তা করছি।

প্রধান প্রকৌশলী আরও বলেন, শুরুর দিকে চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে ২৪টি র‍্যাম্প থাকার কথা থাকলেও এখন হবে ১৪টি। এখনও র‍্যাম্প নির্মাণের কাজ শুরু হয়নি। উদ্বোধনের পর র‍্যাম্প নির্মাণে কাজ শুরু হবে। তবে এখন লালখান বাজার থেকে যেসব যানবাহন বিমানবন্দর পর্যন্ত যাতায়াত করবে শুধু সেগুলো উঠতে পারবে। মাঝখানে নামার সুযোগ থাকছে না।

চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রকল্প পরিচালক ও চউকের নির্বাহী প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমান বলেন, প্রকল্পের অধীনে ৩৯০টি পিলার, ৪শ টি গার্ডার থাকার কথা। এরমধ্যে ৩৮৯টি পিলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। একটি পিলারের কাজ বাকি আছে। ৩৮৯টি গার্ডার বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। বাকি কাজ চলমান আছে। প্রাথমিকভাবে অক্টোবরেই উদ্বোধনের টার্গেট রাখা হয়েছে।

এই প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় তিন হাজার ২৫০ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। ২০১৭ সালের জুলাই থেকে ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত প্রকল্পের কাজ শতভাগ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। দ্বিতীয় দফায় ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়। সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তৃতীয় দফায় ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত সময় বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। একই সময়ে প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় বাড়িয়ে ৪ হাজার ৩৬৯ কোটি ৭ লাখ ১০ হাজার ৮১৯ টাকা করা হয়। চউকের এই প্রকল্প যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ম্যাক্স-র‍্যাংকিং।

কুয়াকাটায় জেলের জালে মিললো আড়াই কেজি ওজনের ইলিশ

পায়রা বন্দর প্রতিনিধি

কুয়াকাটায় ইদ্রিস নামের এক জেলের জালে ধরা পড়া একটি আড়াই কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হলো ১৩ হাজার টাকায়। রবিবার দুপুরে কুয়াকাটা মেয়র বাজারে নিয়ে আসলে সামিরা ফিসের মাধ্যমে নিলাম ডাকে ১২ হাজার ৩৯ টাকায় কিনে নেন বশির গাজী নামে এক মৎস্য ব্যবসায়ী। পরে তিনি অন্য এক ক্রেতার কাছে ইলিশটি ১৩ হাজার টাকায় বিক্রি করেন। গাজী ফিসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. বশির গাজী বলেন, আড়াই কেজি ওজনের মাছ এই বাজারে এখন খুব কম দেখা মেলে। তাই আমি নিলামের মাধ্যমে কিনে সাথে সাথে এক হাজার টাকা লাভ করে ১৩ হাজার টাকায় মাছটি বিক্রি করে দিয়েছি। কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, বড় ইলিশ মূলত জেলেদের জন্য সুখবর বয়ে আনে। গভীর সমুদ্রের জেলেদের পাশাপাশি উপকূলের জেলেরাও এখন বড় ইলিশ পাচ্ছে।

আত্রাইয়ে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস উপলক্ষে উন্নয়ন মেলা

আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি

"সেবা ও উন্নতির দক্ষ রুপকার উন্নয়নে-উদ্ভাবনে স্থানীয় সরকার" প্রতিপাদ্যে নওগাঁর আত্রাইয়ে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস উদযাপন উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী উন্নয়ন মেলা শুরু হয়েছে। মেলা উপলক্ষে রোববার বিকেলে বর্ণাঢ্য র‍্যালী উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে। র‍্যালীতে উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

র‍্যালী শেষে উপজেলা পরিষদ হল রুমে ইউএনও সঞ্চিতা বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা হয়। সভায় ভাইস চেয়ারম্যান মমতাজ বেগম ও হাফিজুল ইসলাম, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নাদিজ উদ্দিন মন্ডল, খবিরুল ইসলাম, তোফাজ্জল হোসেন খান, সম্রাট হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সভাপতির বক্তব্যে সঞ্চিতা বিশ্বাস বলেন, আগামী তিন দিন এ মেলা চলমান থাকবে। যে স্টল সরকারের উন্নয়ন ও তাদের মাধ্যমে গৃহিত কর্মকান্ড অতিসুন্দর ও সূচারুভাবে উপস্থাপন করে মেলার সৌন্দর্য বর্ধণ করবেন তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। মেলা প্রাঙ্গন অতি সুন্দর, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, সাজানো গোছানো হওয়ায় তাতে মনোমুগ্ধকর পরিবেশ বিরাজ করছে। মেলায় ১৩টি স্টলের মাধ্যমে উন্নয়নমুখী আ'লীগ সরকারের নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকান্ড তুলেধরা হয়েছে।

ফুলবাড়ীতে উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন

ফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে তিনদিন ব্যাপী 'জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস উন্নয়ন মেলা- ২০২৩ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর রবিবার উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৭-১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী মেলার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সকাল ১০ টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে র‍্যালী শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সিব্বির আহমেদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম রব্বানী সরকার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ, উপজেলা প্রকৌশলী আসিফ ইকবাল রাজিব, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: সুমন কান্তি সাহা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল হাই, ফুলবাড়ী সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ, নাওডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হাসেন আলী, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মজিবর রহমান, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ ।

শ্রীপুরে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুঁলন্ত অবস্থায় এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার (১৭সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার বরমী ইউনিয়নের কায়েতপাড়া এলাকার স্বামীর বাড়ি থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে শ্রীপুর থানা পুলিশ। নিহত ঝুমা (১৮) ময়মনসিংহের তারাকান্দা এলাকার মজিবর রহমানের মেয়ে ও স্থানীয় কায়েতপাড়া গ্রামের সাদিকুল ইসলামের স্ত্রী। সাদিকুল ইসলাম শ্রীপুরে হ্যামস নামক একটি কারখানায় চাকুরি করে।

স্থানীয়সূত্রে জানা যায়, রোববার সকাল সাতটার দিকে সাদিকুল অফিসে চলে যায় । নিহতের শাশুরি তার মেয়ের বাড়িতে চলে যান। এ সময় বাড়ির মেইন ফটক তালাবদ্ধ ছিল। স্থানীয়দের সন্দেহ হলে ফটকের তালা ভেঙ্গে ঘরের ভিতরে ঝুমার ফাঁসিতে ঝুঁলানো মরদেহ দেখতে পায়। পরে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে। পারিবারিক কলহের জেরে এ ঘটনা ঘটতে পারে বলে স্থানীয়দের ধারনা।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এএফএম নাসিম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনিব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে।

আওয়ামীলীগ জনগণের উপর মিথ্যা মামলা দিয়ে নির্বাচন থেকে দুরে রাখতে চায়

——— মির্জা ফখরুল

নওগাঁ প্রতিনিধি

ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আওয়ামী লীগ জনগণের উপর মিথ্যা মামলা দিয়ে নির্বাচন থেকে দুরে রাখতে চায়। কিন্তু এইসব মামলা-হামলায় জনগণ আর ভয় পায় না। এবার আমরা আমাদের অধিকার আদায় করে ছাড়বো। এবারের লড়াই বাংলাদেশের মানুষের ভোটের অধিকার আদায়ের লড়াই। এসময় দফা এক, দাবী এক, শেখ হাসিনার পদত্যাগ বলেও শ্লোগান দেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

গতকাল দুপুর ২টার দিকে নওগাঁর বাইপাস মোড়ে রাজশাহী বিভাগের 'তারুণ্যের রোডমার্চ' কর্মসূচি উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল। সরকার পতনের এক দফা দাবিতে বিএনপির তিন অঙ্গসংগঠন যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল এই কর্মসূচির আয়োজন করেছে। রোডমার্চ উপলক্ষে নওগাঁয় আয়োজিত সমাবেশে দুপুর ১২টা থেকে ২ টা পর্যন্ত বক্তব্য দেন জেলা বিএনপি, কেন্দ্রীয় যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতারা। দুপুর ২টার পর বক্তব্য শুরু করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তাঁর বক্তব্যের পরই রাজশাহীর উদ্দেশে নেতা-কর্মীদের গাড়িবহর যাত্রা শুরু করে।

পরিবেশ দূষণ করে ক্রাশিংয়ের কারখানা

বাসন(গাজীপুর) প্রতিনিধি

মেসার্স থ্রি আর অক্সাইড ক্রাসিং কারখানার কারণে,কালিতে ছেয়েছে এলাকা। বায়ু দূষণে অস্থিরতা বেড়েছে এলাকাবাসীর। গাজীপুর মহানগর এলাকার, চামুণ্ডা, থানা সদর, সদর এলাকার মধ্যে এরকম অবৈধ কালির কারখানা গড়ে তুলে বায়ু দূষণ করে অবৈধ ব্যবসা পরিচালনা করছেন আব্দুল মজিদ। এলাকাবাসীর ও সচেতন কোন ব্যক্তির কথা না শুনে, গায়ের জোরে এ ব্যবসা পরিচালনা করছেন আব্দুল মজিদ ও তার ছেলে রাসেল।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিগত কয়েক বছর যাবত গাজীপুর সদর এলাকার চামুণ্ডায় আব্দুল মজিদ ও তার ছেলের রাসেল কারখানা পরিচালিত করছে। পরিবেশের ছাড়পত্র না নিয়ে, বায়ু দূষণ, পরিবেশ দূষণ, করে ব্যবসা করছে। এতে করে বিভিন্ন রোগ ছড়াচ্ছে পথচারীদের মাঝে। সরকারি বিধিবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে স্থানীয় নেতার সহযোগিতায় ও অসাধু কিছু কর্মকর্তার যোগশাজোসে এই অবৈধ কারখানা পরিচালনা করছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর ইনফোর্সমেন্ট শাখা থেকে জানানো হয়, মেসার্স থ্রি আর ক্রাসিং কারখানার বিরুদ্ধে,, বেশ কিছুদিন আগে অভিযোগ গঠন করে গাজীপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর ইনফোর্সমেন্ট শাখায় প্রেরণ করেছেন। পরিবেশের কথা মাথায় রেখে অতি দ্রুত,কারখানাটির বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও প্রয়োজনে উচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হবে।

এলাকাবাসী অভিযোগ তুলে বলেন, আব্দুল মজিদ ও তার ছেলে রাসেলের কালীর কারখানার কারণে এলাকা কালিতে ছেয়ে গেছে। প্রতিনিয়তই পরিবারের লোকজন অসুস্থতায় ভুগছেন। এছাড়াও শ্রমিকদের ব্যবহারও খুব জঘন্য। কারখানা বন্ধ বা কিছু বলতে গেলে উল্টো মার মুখি আচরণ করে শ্রমিকরা। এ কারখানা দ্রুত বন্ধের দাবি জানায় এলাকাবাসী।

সাতক্ষীরায় পূর্ব শত্রুতার জেরে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে পিটিয়ে জখম

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

সাতক্ষীরার আশাশুনির নওয়াপাড়ায় পূর্ব শত্রুতার জের ধরে সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে পিটিয়ে মারাত্মক আহত করেছে প্রতিপক্ষরা। আহত সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর নাম সাবিনুর খাতুন(৩৩) তিনি আশাশুনি উপজেলার নোয়াপাড়া গ্রামের ইয়াছিন আলী সরদার এর স্ত্রী। আহত গৃহবধূর স্বামী আশাশুনি উপজেলার নোয়াপাড়া গ্রামের মোঃ নুর মোহাম্মাদ সরদার এর ছেলে মোঃ ইয়াছিন আলী সরদার (৩৫) জানান, গত ১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দুপুর দু'টোর দিকে আমি বাড়ী হইতে হিজল ডাঙ্গা রওনা করে পার্শ্ববর্তী আবুল গাজীর ছেলে আকরাম গাজী(৫৫), আকরাম গাজীর ছেলে সুমন গাজী(২২) আকরাম গাজীর বউ মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন(৪৫) সহ আরও দুই - তিন জন ধারালো চাকু লোহার রড বাঁশের লাঠি নিয়ে ওৎ পেতে থাকে। এসময় তারা আমার গতিরোধ করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন। আমি মৌখিক ভাবে প্রতিবাদ করার সাথে সাথে তারা আমাকে বেধড়ক পিটায়ে সর্বশরীরে নিলাফোলা জখম করে। আমার ডাকচিৎকারে আমার ৭ (সাত) মাসের গর্ভবতি স্ত্রী সাবিনুর খাতুন(৩৩) ও ছেলে ফাহিম হোসেন (১৫) দ্রুত উদ্ধারে এগিয়ে এলে সুমন গাজী আমার স্ত্রীর তলপেটে লাথি মেরে মারাত্মক আহত করে। তারা আমার ছেলেকেও বেধড়ক পিটায়ে জখম করে। তারা আমার স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরে মাটিতে মাথা থেতলিয়ে আহত করে। আমার স্ত্রীর পরনের জামা কাপড় টানিয়া ছিড়ে বে-আব্রু করে ও আমার স্ত্রীর বুকে পেটে পা দিয়ে মাড়িয়ে এবং আমার ছেলেকে পিটাইয়া আহত করে। আমার স্ত্রী জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। তাদের সাথে থাকা অজ্ঞাতরা আমার মটর সাইকেল লোহার রড দিয়ে ভাংচুর করে আনুঃ ৫০,০০০/- টাকার ক্ষতি সাধন করেন। তারা হত্যার উদ্দেশ্যে তাদের হাতে থাকা লোহার রড দিয়ে আমার মাথায় বাড়ি মারিতে গেলে আমি ডান হাত দিয়ে ঠেকাইলে উক্ত আঘাত আমার ডান হাতের গোছায় লেগে হাড়ভাঙ্গা যুক্ত জখম হয়। তারা আমার নিকট হারির টাকা ১,০০,০০০/- টাকা নিয়া খুন জখমের হুমকি দিয়ে চলিয়া যায়। এসময় আমাদের আত্মচিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে উদ্ধার করে আমাকে স্ত্রী সহ ছেলেকে চিকিৎসার জন্য এ্যাম্বুলেন্স যোগে সাতক্ষীরা সদরে নিয়ে ভর্তি করি। বর্তমানে আমার স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছি। আমার স্ত্রীর ও তার গর্ভে থাকা ভ্রমণের অবস্থা আশাংকা জনক। এঘটনায় আমি বাদি হয়ে আশাশুনি থানায় লিখিত এজাহার জমা দিয়েছি। আমি জেলা পুলিশ সুপারের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি। আশাশুনি থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি বিশ্বজিৎ কুমার জানান, এবিষয়ে অভিযোগ পেয়ে তদন্ত করে মামলা নেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত আসামিদের আটক করতে কাজ করছে পুলিশ।

ঈশ্বরগঞ্জে স্থানীয় সরকার দিবস উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন ও আলোচনা সভা

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে স্থানীয় সরকার দিবস উন্নয়ন মেলা ২০২৩ এর শুভ উদ্বোধন, র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলা প্রাঙ্গণ থেকে একটি র‍্যালি বের হয়ে পৌর শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা চত্বরে শেষ হয়। ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হাফিজা জেসমিন। পরে অতিথিবৃন্দ মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হাফিজা জেসমিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাহমুদ হাসান সুমন, বিশেষ অতিথি পৌর মেয়র আব্দুছ ছাত্তার। আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পণা কর্মকর্তা ডা. লোপা চৌধুরী, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোস্তাছিনুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা প্রকৌশলি তৌহিদুল আলম, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী আবুল কাশেম, প্রেস ক্লাব সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, ইউপি চেয়ারম্যান আবুহানিফা, শামসুল হক ঝন্টু, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান হলুদ, জাতীয় পার্টির ঈশ্বরগঞ্জ শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাদী প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী স্থানীয় সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

জলঢাকায় তিন কিলোমিটার রাস্তা পাকা করনের উদ্বোধন করলেন এমপি সোহেল রানা

জলঢাকা (নীলফামারী) প্রতিনিধিঃ

নীলফামারী জলঢাকায় দুই কোটি ৬০ লক্ষ টাকায় তিন কিলোমিটার পাকা রাস্তার উদ্বোধন করলেন এমপি মেজর (অবঃ) রানা মোহাম্মদ সোহেল। পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন -২ (ওজওউচ-২) এবং (ওজওউচ-৩) আওতায় রবিবার সকাল ১১ টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত দুইটি ইউনিয়নে এ সব উন্নয়ন মূলক কাজের উদ্বোধন করেন তিনি। এসময় উপস্থিত ছিলেন থানা অফিসার ইনর্চাজ মুক্তারুল আলম, উপজেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইদার রহমান বুলু, পৌর জাতীয় পার্টির সভাপতি আনিসুর রহমান যাদু, সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম প্রিন্স প্রমুখ। বালাগ্রামও শৌলমারি ইউনিয়নে রাস্তা উদ্বোধন কালে সংসদ সদস্য মেজর (অবঃ) রানা মোহাম্মদ সোহেল বলেন, "দু'বছর করোনার কারণে ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য ফান্ড না থাকায় সেরকম বরাদ্দ পাইনি। যে টুকু বরাদ্দ পেয়েছি তা সততার সঙ্গে বন্টন করেছি কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়া। এখন আপনাদের কাছে বিনিময় চাচ্ছি। যদি মনোনয়ন পাই তাহলে আপনারা আমাকে আবারও ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন। যাতে আপনাদের পাশে থেকে সততার সহিত আমার অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে পারি।"

আনোয়ারায় "জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস" পালিত

আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় "জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস" ২০২৩ ইং পালিত হয়েছে।

এ-উপলক্ষ্যে রবিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসনের উদ্যোগে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইশতিয়াক ইমনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপজেলা চেয়ারম্যান তৌহিদুল হক চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এবং অন্যান্যদের মধ্যে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ড. সমরঞ্জন বড়ুয়া, জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা প্রিয়াঙ্কা চাকমাসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, এদিন সকালে উপজেলা চেয়ারম্যান তৌহিদুল হক চৌধুরী ও উপজেলা ইউএনও ইশতিয়াক ইমন "জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস" উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী "উন্নয়ন মেলা"র উদ্ভোদন করেন।

ফুলতলায় জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস উদযাপন

জুড়ী প্রতিনিধি, মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলার ফুলতলা ইউনিয়ন পরিষদে প্রথমবারের মতো উদযাপিত হয়েছে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস। "সেবা ও উন্নতির দক্ষ রূপকার, উন্নয়নে-উদ্ভাবনে স্থানীয় সরকার"-এই স্লোগানকে সামনে রেখে সারা দেশের ন্যায় ফুলতলা ইউনিয়ন পরিষদে বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়। এ দিবস উপলক্ষে রবিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২ টায় ফুলতলা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে একটি র‍্যালি বের হয়ে ফুলতলা বাজার প্রদক্ষিণ করে ফুলতলা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এসে শেষ হয়। পরবর্তীতে পরিষদের সভা কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফুলতলা ইউনিয়ন পরিষদের সচিব আব্দুল মজিদের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল আলীম সেলু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফুলতলা ইউপি সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান দছির উদ্দিন, ইউপি সদস্য স্বপন মল্লিক, বিদ্যাসাগর তেলী, উত্তম গোস্বামী, অর্জুন গোয়ালা, জলিল মিয়া, জুলেখা বেগম, অষ্টমী ভুমিজ, মিলন বেগম, দৈনিক কালবেলা প্রতিনিধি আদনান চৌধুরী, দৈনিক জনবাণী প্রতিনিধি হোসাইন রুমেল, রেপটর টিভির আতিকুর রহমান হৃদয়প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে আব্দুল আলীম সেলু বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমরা স্থানীয় সরকারের দায়িত্বে যারা আছি তারা কঠোরভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আশা করি আমাদের এই কাজের ধারা সমগ্র দেশব্যাপী অব্যাহত থাকলে খুব সহজেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশ উপহার দিতে পারবো।'

আনোয়ারায় ওষখাইন রজায়ী দরবার শরীফের জশনে জুলুছ ৬ই রবিউল আওয়াল

আনোয়ারা (চট্টগ্রাম)প্রতিনিধিঃ

পবিত্র মাহে রবিউল আওয়াল মাসকে স্বাগত জানিয়ে ঐতিহ্যবাহী আনোয়ারা ওষখাইন আলী নগর রজায়ী দরবার শরীফের বিশ্ব নূর মঞ্জিলের উদ্যোগে রজায়ী যুব তৃরিকত কমিটি বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনায় আগামী ৬ই রবিউল আওয়াল রোজ:শুক্রবার জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষ্যে আছরের নামাজের পর স্বাগত র‍্যালী বের করা হবে। জুলুছে নেতৃত্ব দিবেন পীরে তৃরিকত রাহনুমায়ে শরিয়ত আলহাজ্ব মোহাম্মদ খোরশেদুল্লাহ রজায়ী (মাঃজিঃআঃ) ।জুলুছটি ওষখাইন দরবার শরীফ থেকে বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে রজায়ী দরবার শরীফে বিশ্ব নূর মঞ্জিলে জমায়েত হবে ।এতে বিশ্ব মুসলিমের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করবেন পীরজাদা মৌলানা নাঈম উদ্দীন রজায়ী। উক্ত জুলুছে রজায়ী দরবারের সকল আশেক ভক্ত মুরিদানদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন শাহজাদা ইমাম উদ্দীন রজায়ী।

২০১২ সালে এই কূটনীতিক ইসলামাবাদে পা রেখে পাকিস্তানে কাজ করা এক ব্রিটিশ সাংবাদিকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। ওলসন আর সাংবাদিক মুনা হাবিব প্রেম করেন ২০১৪ সাল পর্যন্ত। এরপর একসময় হাবিব বুঝতে পারেন যে সেই সময়ে বিবাহিত থাকা ওলসন আসলে আরেকটি মেয়ের সঙ্গেও প্রেম করছেন। ওলসনের স্ত্রীও ছিলেন একজন সরকারি কর্মকর্তা, তিনি সেই সময় লিবিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। আদালতের নথিতে মুনা হাবিবের আইনজীবি লিখেন, হাবিব ভেবেছিলেন ওলসন শুধু একান্তভাবে তার সঙ্গেই ডেট করছেন, কিন্তু বিষয়টা সত্যি ছিল না।

ভারতের সঙ্গে 'বাণিজ্য মিশন' স্থগিত করল কানাডা

আনন্দবাজার ডেস্ক

ভারতের সঙ্গে পূর্বঘোষিত 'বাণিজ্য মিশন' স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে কানাডা। অক্টোবরে এ বিষয়ে দুই দেশের বৈঠকের কথা থাকলেও তা স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছেন কানাডীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ম্যারি নাগের মুখপাত্র শান্তি কোসেন্টিনো। যদিও স্থগিত করার পেছনে কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি। খবর গালফ নিউজ।

শান্তি কোসেন্টিনো বলেছেন, 'ভারতে আসন্ন বাণিজ্য আলোচনা স্থগিত করছি আমরা।' এর আগে ভারতীয় কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, কানাডায় রাজনৈতিক ইস্যুতে বাণিজ্য চুক্তি আলোচনা স্থগিত করা হচ্ছে। চলতি বছরের মে মাসে কানাডার বাণিজ্যমন্ত্রী ম্যারি নাগ এবং ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়াল যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন, বছরের শেষ নাগাদ দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানো হবে। বর্তমান ঘোষণার মাধ্যমে মিশনটি মুখ থুবড়ে পড়ল।

ভারত-কানাডা টানাপড়েন টের পাওয়া যাচ্ছিল জি২০ সম্মেলন থেকেই। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় বসেননি। বিষয়টি বিশ্লেষকদের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি করে। দিল্লিতে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়ায় তিনি ৩৬ ঘণ্টা অতিরিক্ত অবস্থান করেছেন।

শিখস ফর জাস্টিস (এসএফজে) নামের একটি সংগঠন পাঞ্জাবের স্বাধীনতার দাবিতে গণভোটের ডাক দেয়। কানাডা ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচারণা চালানো হয় তখন। ভারতে নিষিদ্ধ খালিস্তানপন্থীদের কানাডায় বিতর্কিত কার্যক্রমের জেরে দিল্লি-অটোয়ার সম্পর্কে অবনতি ঘটে। বিতর্ক নতুন করে উসকে দেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দিল্লিতে সদ্য শেষ হওয়া জি২০ সম্মেলনের একপর্যায়ে তিনি শিখ ইস্যুতে কানাডার অবস্থানের সমালোচনা করেন।

জি২০ সম্মেলনে মোদি-ট্রুডোর বৈঠক হওয়ার প্রত্যাশা করেছিলেন রাজনীতিবোদ্ধারা। কিন্তু তা হয়নি। এমনকি বিদায় জানানোর সময়ও মোদিকে দেখা যায়নি। ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় এক মন্ত্রী বিদায় জানান কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে।

উত্তর আমেরিকার দেশ কানাডার সবচেয়ে দ্রুত বেড়ে ওঠা সম্প্রদায় হয়ে ওঠে ভারতীয় শিখ সম্প্রদায়। দেশটির সবচেয়ে বড় বিদেশী সম্প্রদায় চাইনিজ-কানাডিয়ানদের পরে ১৩ লাখেরও বেশি শিখদের এ সম্প্রদায় এখন কানাডার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বেশ প্রভাবশালী। ট্রুডোর মন্ত্রিসভায়ও রয়েছেন শিখ মন্ত্রী। ২০১৭ সালে ভারতের পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ তোলেন, শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে সমর্থন দিচ্ছেন কানাডার মন্ত্রীরা। এরপর বরাবরই এমন অভিযোগ তুলে আসছে মোদি সরকার। এদিকে কানাডার সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টিকে মত প্রকাশ ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের স্বাধীনতা হিসেবে দেখা হয়েছে। যদিও বড় পরিসরে আন্দোলনের বিরোধিতা করা হয়।

২০১৪ সালের নির্বাচনের পর থেকেই নরেন্দ্র মোদি হিন্দু জাতীয়তাবাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসছে। যেখানে সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে এসেছে মানবাধিকার হরণের বিষয়টি। ভারতের বাইরে সবচেয়ে বেশি শিখ সম্প্রদায় কানাডায় বসবাস করে।

চালের রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধিতে এশিয়ায় খাদ্য সংকটের আশঙ্কা

আনন্দবাজার ডেস্ক

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় ১৫ বছরের সর্বোচ্চে অবস্থান করছে চালের দাম। ভারত নন-বাসমতী সাদা চালের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়ার পরই শস্যটির বাজারদরে উল্লম্ফন দেখা দেয়। এমন বাস্তবতায় এশিয়ার অনেক দেশই স্থানীয় সরবরাহ ও দাম স্বাভাবিক রাখতে রফতানিতে বিধিনিষেধ আরোপ করতে শুরু করেছে। ফলে অঞ্চলটিতে তীব্র খাদ্য সংকটের আশঙ্কা করছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক ব্যাংক এইচএসবিসি।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্যমতে, বিশ্বজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি খাদ্যশস্য চাল। বিশ্বের অর্ধেক মানুষ যে পরিমাণ ক্যালরি গ্রহণ করে তার ২০ শতাংশই আসে এ শস্য থেকে। আর তথ্যটি এশিয়ার জন্য অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। কারণ বৈশ্বিক উৎপাদনের ৮৫ শতাংশ চালই ব্যবহার হয় এ অঞ্চলে। শস্যটির রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধি পুরো বিশ্বের জন্যই হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে এশিয়া।

এইচএসবিসির অর্থনীতিবিদরা এক প্রতিবেদনে জানান, বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ চাল রফতানিকারক দেশ থাইল্যান্ডে এক বছরের ব্যবধানে শস্যটির দাম প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে। দেশটি বর্তমানে প্রতি টন চাল ৬০০ ডলারের বেশি দামে রফতানি করছে। এটিকেই প্রতিবেদনে রেফারেন্স মূল্য হিসেবে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, গত ২৫ বছরে বিশ্বজুড়ে চালের ব্যবহার বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। ফলে বর্তমান বাজার পরিস্থিতির কারণে এশিয়ার পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশেও বড় প্রভাব পড়বে।

এইচএসবিসি মনে করছে, চালের দাম বাড়ার পেছনে বড় কারণ অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও খরা, যা ফসল তোলা, সরবরাহ ও ব্যয়ের দিক থেকে উৎপাদনকে ব্যাহত করেছে। মার্কিন কৃষি বিভাগের দেয়া তথ্যমতে, পৃথিবীর প্রায় ৯০ শতাংশ চালই উৎপাদন হয় এশিয়ায়। বৈরী আবহাওয়ার কারণে এ অঞ্চলের দেশগুলো উৎপাদন নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে।

এল নিনো আবহাওয়া পরিস্থিতির কারণে ভারত ও পাকিস্তানে চাল উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। গত বছর বর্ষা মৌসুমে অপর্যাপ্ত বৃষ্টির কারণে ভারতে মোট উৎপাদন কমে যায়। অন্যদিকে ভয়াবহ বন্যার কারণে পাকিস্তানে উৎপাদন আগের বছরের তুলনায় ৩১ শতাংশ নিচে নেমে আসে।

এদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধও চালের বাজারে অস্থিরতার পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে। এ সংঘাতের ফলে গত বছর সার, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে বলে জানায় বিশ্বব্যাংক। তার ওপর সরবরাহ চেইনে সংকট তো রয়েছে। এসবের প্রভাবে শস্যটির উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং উৎপাদকদের মুনাফা মার্জিনে টান পড়ে।

বৈশ্বিক চাল রফতানিতে প্রথম ভারত। মোট রফতানির ৪০ শতাংশই আসে দেশটি থেকে। জুলাইয়ে ভারত নন-বাসমতী সাদা চাল রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। স্থানীয় বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অন্যদিকে থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম স্থানীয় কৃষকদের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে চালের রফতানি মূল্য বাড়িয়ে দেয়। পিলিপাইন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ চাল আমদানিকারক। আবাদি জমির অভাব ও অপ্রতুল সরবরাহ চেইনের কারণে দেশটিকে অনেকাংশেই আমদানির ওপর নির্ভর করতে হয়। সম্প্রতি দেশটির সরকার চালের সর্বনিম্ন মূল্যসীমা বেঁধে দিয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, চালের বর্তমান মূল্যবৃদ্ধি ২০০৮ সালের সংকটের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ওই বছরের জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে এশিয়ার বাজারে শস্যটির দাম টনপ্রতি ৩০০ ডলার থেকে বেড়ে ১ হাজার ২০০ ডলারে উন্নীত হয়। সে হিসাবে দাম বাড়ে প্রায় ৩০০ শতাংশ। সরবরাহ সংকট প্রকট আকার ধারণ করায় মূল্য বাড়ার এ প্রবণতা অন্যান্য বাজারেও ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বেড়ে যায় গমসহ অন্যান্য বিকল্প পণ্যের দামও। চলতি বছরও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে বলে মনে করছে এইচএসবিসি ব্যাংক।

চীনে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে

আনন্দবাজার ডেস্ক

আগস্টে চীনে মাসভিত্তিক অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন বেড়ে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে। দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ইউনান প্রদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ঘুরে দাঁড়ানোয় সেখানকার বিগলন প্রতিষ্ঠানগুলো পাল্লা দিয়ে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন বাড়িয়েছে। এ কারণেই মোট উৎপাদনে এমন উল্লম্ফন দেখা দেয়। দেশটির পরিসংখ্যান ব্যুরো এ তথ্য জানায়।

চীন বিশ্বের শীর্ষ অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদক। আগস্টে দেশটি ৩৬ লাখ টন প্রাইমারি অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করে। আগের মাসের তুলনায় উৎপাদন ৩ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়েছে। আগস্টে দৈনিক গড় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ১৬ হাজার ১২৯ টন।

বাজার পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মাইস্টিল জানায়, আগস্টে বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা ছিল ৩ লাখ ৯০ হাজার টন। মাসভিত্তিক উৎপাদন সক্ষমতা ছিল ৩২ হাজার ৫০০ টন।

ইউনান চীনের চতুর্থ শীর্ষ অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদক প্রদেশ। খরার কারণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যাওয়ায় গত বছরের সেপ্টেম্বরে সেখানকার স্থানীয় সরকার কারখানাগুলোকে উৎপাদন কমানোর নির্দেশ দেয়। ফলে জাতীয় উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তবে সম্প্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনেও গতি ফিরেছে।

চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ইউনানের কারখানাগুলোয় উৎপাদন কার্যক্রম লক্ষণীয় মাত্রায় বেড়েছে। তবে কার্বন নিঃসরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাংডং প্রদেশের কারখানাগুলো উৎপাদন কমিয়েছে।

এইচ অ্যান্ড এমের বিক্রি প্রত্যাশার চেয়ে কম

আনন্দবাজার ডেস্ক

দ্বিতীয় প্রান্তিকে বিক্রি প্রত্যাশার চেয়ে কম রয়েছে সুইডিশ ফ্যাশনপ্রতিষ্ঠান এইচ অ্যান্ড এমের। আন্তর্জাতিক বাজারে ইন্ডিটেক্স, শেইন ও প্রাইমার্কের মতো ব্র্যান্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কারণে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে কোম্পানিটি। যদিও সার্বিকভাবে বিক্রি বেড়েছে। খবর রয়টার্স।

এইচ অ্যান্ড এম জানিয়েছে, কোম্পানিটিকে দুদিক থেকে লড়াই করে টিকে থাকতে হচ্ছে। বিক্রয়ের দিক থেকে বাজারের এগিয়ে থাকা প্রতিষ্ঠান জারার সঙ্গে, অন্যদিকে মূল্য কমানোর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে শেইন ও প্রাইমার্কের মতো ব্র্যান্ডের সঙ্গে।

এইচ অ্যান্ড এম ২০২৪ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ পরিচালনগত উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির বিক্রি ৬ শতাংশ বেড়ে ৫৪৫ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছিল ৬৩৫ কোটি ডলার বিক্রির। প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে, আগামী নভেম্বর থেকে ইউক্রেনের স্টোরগুলো আবার খুলে দেবে।

৩ ট্রিলিয়ন বাথের পর্যটন লক্ষ্যমাত্রা থাইল্যান্ডের

আনন্দবাজার ডেস্ক

থাইল্যান্ডকে ক্রীড়া ও বিনোদনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করার পরিকল্পনা নিয়েছে দেশটির সরকার। নয়া পর্যটন ও ক্রীড়ামন্ত্রী বিদেশী পর্যটক আকর্ষণ করে তুলতে চান রেকর্ড ৩ ট্রিলিয়ন বাথ। এ টার্গেট কভিড মহামারী-পূর্ব ২০১৯ সালের ১ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন বাথের চেয়েও ১ দশমিক ১ ট্রিলিয়ন বাথ বেশি। বিদেশী পর্যটক সংখ্যা বাড়াতে হলে প্রয়োজন ভিসা নীতি আরো শিথিল করা। দেশটির মন্ত্রিসভাও ভিসা কড়াকড়ি ব্যবস্থায় ছাড় দিতে সম্মত হয়েছে উল্লেখ করে সুদাওয়ান বলেন, 'পর্যটক বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিন আমাদের পাশে রয়েছেন। তিনি কিছু পর্যটকের জন্য ভিসামুক্ত ভ্রমণসহ বিমানবন্দরের প্রসেসিং প্রক্রিয়া আরো সহজ করতে বলেছেন।' থাইল্যান্ডের ট্যুরিজম অথরিটির গভর্নর থাপানি কিয়াটফাইবুল বলেছেন, '২৫ সেপ্টেম্বর থেকে চীন ও কাজাখস্তানের পর্যটকদের জন্য ভিসামুক্ত ভ্রমণ চালু করতে যাচ্ছে থাইল্যান্ড। ২০২৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ সুবিধা চালু থাকবে। এ সময়ে বাজার প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

আগামী মৌসুমে বৈশ্বিক কফি উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৭ কোটি ২৬ লাখ ব্যাগে

——— ছবিঃ রয়টার্স

শস্য উৎপাদন পূর্বাভাস কমিয়েছে অস্ট্রেলিয়া

আনন্দবাজার ডেস্ক

টানা তিন বছর রেকর্ড খাদ্যশস্য উৎপাদনের পর অবশেষে উৎপাদন পূর্বাভাস কমিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ২০২৩-২৪ বিপণন মৌসুমের শীতকালীন উৎপাদন প্রাক্কলন ৩৪ শতাংশে নামিয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ব্যুরো অব এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রিসোর্স ইকোনমিকস অ্যান্ড সায়েন্সেস (এবিএআরইএস)। নতুন প্রাক্কলনে উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৫৩ লাখ টনে।

খারাপ আবহাওয়ার কারণে প্রত্যাশিত ফলন পাবে না দেশটি। এর কারণ হিসেবে এল নিনোর প্রভাবকে দায়ী করেছে এবিএআরইএস। সংস্থাটির মতে, এল নিনোর প্রভাবে আবহাওয়ার প্যাটার্ন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যাশিত বৃষ্টিপাত না থাকায় শীতকালে মাটির আর্দ্রতা কমে গিয়ে উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। প্রত্যাশার চেয়ে বেশি শুষ্ক ও গরম অবস্থা বিরাজ করলে শীতকালীন ফসলের প্রত্যাশিত ফলন আসবে না। এবিএআরইএস বলেছে, তারা জুনের পূর্বাভাস সংশোধন করে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা সামান্য বাড়ালেও তা ১০ বছরের গড় ৪ কোটি ৬৪ লাখ টনের কম থাকবে। শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে প্রধান উত্তরাঞ্চলীয় ফসলি এলাকায় ফলন কমে যাওয়ার পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। ফলে শীতকালীন শস্যের উৎপাদন গড় স্তরের নিচে নামতে পারে। তবে দক্ষিণাঞ্চলে ভালো ফলন প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এতে উত্তরাঞ্চলের ক্ষতি কিছুটা কমে আসবে। এবিএআরইএসের মতে, এ বছর গমের উৎপাদন কমে যাবে ৩৬ শতাংশ এবং গত ১০ বছরের গড় উৎপাদন স্তরের চেয়ে ৪ শতাংশ নেমে যাবে। গত বছর যেখানে খাদ্যশস্যটির রেকর্ড উৎপাদন ছিল ৩ কোটি ৯০ লাখ টন, এ বছর তা নেমে দাঁড়াবে ২ কোটি ৫৪ লাখ টনে। অস্ট্রেলিয়ায় গমের উৎপাদন কমার খবরটি এমন এক সময় এল যখন আন্তর্জাতিক শস্য কাউন্সিল জানাচ্ছে, বৈশ্বিক গমের মজুদ গত নয় বছরের সর্বনিম্নে ঠেকেছে। এবিএআরইএসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংশোধিত বার্লি উৎপাদন জুনের পূর্বাভাস থেকে সামান্য বেড়েছে। তবে বছরওয়ারি হিসেবে তা ২৬ শতাংশ কমে দাঁড়াবে ১ কোটি ৫ লাখ টনে। গত ১০ বছরের গড় উৎপাদন বিবেচনায় শস্যটির ফলন কমেছে ৬ শতাংশ।

এবিএআরইএস অনুসারে, ক্যানোলা উৎপাদন পূর্বাভাসও সংশোধন করে ৫২ লাখ টনে বাড়ানো হয়েছে।

আইসিইতে ১২ বছরের সর্বোচ্চে চিনির দাম

আনন্দবাজার ডেস্ক

আইসিই ফিউচারস এক্সচেঞ্জে অপরিশোধিত চিনির দাম বেড়ে ১২ বছরের সর্বোচ্চে পৌঁছেছে। এল নিনোর কারণে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় মূল্যবৃদ্ধির এ ঘটনা ঘটেছে। বিশ্লেষকরা জানান, ২০২৩-২৪ মৌসুমে চিনির বৈশ্বিক সরবরাহ ঘাটতি দেখা দিতে পারে। খবর নাসডাক।

আইসিইতে শুক্রবার অক্টোবর সরবরাহ চুক্তিতে প্রতি পাউন্ড চিনির দাম আগের দিনের তুলনায় দশমিক ৩ শতাংশ বেড়ে ২৬ দশমিক ৯১ সেন্টে স্থির হয়েছে। কার্যদিবসের শুরুতে দাম ২৭ দশমিক ৫৯ সেন্টে পৌঁছেছিল। চলতি সপ্তাহে এ চুক্তির দাম বেড়েছে ২ দশমিক ৩ শতাংশ। অন্যদিকে অক্টোবর সরবরাহ চুক্তিতে সাদা চিনির দাম ১ দশমিক ২ শতাংশ কমেছে। প্রতি টনের মূল্য স্থির হয়েছে ৭৪৮ ডলার ৩০ সেন্টে।

আগামী ২০২৩-২৪ বিপণন মৌসুমে বিশ্ববাজারে ২১ লাখ ২০ হাজার টন চিনির ঘাটতির পূর্বাভাস দিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল সুগার অর্গানাইজেশন (আইএসও)। আগামী অক্টোবরে এ মৌসুম শুরু হয়ে শেষ হবে আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে।

এসম্যাক্সকে অধিগ্রহণ করছে আরামকো

আনন্দবাজার ডেস্ক

চিলির জ্বালানি তেল বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান এসম্যাক্স ডিস্ট্রিবিউশনের শতভাগ অধিগ্রহণ করতে যাচ্ছে সৌদি আরামকো। যদিও চুক্তির সঠিক মূল্য এখনো প্রকাশ হয়নি। অধিগ্রহণটি দক্ষিণ আমেরিকায় আরামকোর প্রথম ডাউনস্ট্রিম খুচরা বিনিয়োগ, যা উক্ত অঞ্চলে ব্যবসা শক্তিশালী করতে সহযোগিতা রাখবে। খবর দ্য ন্যাশনাল নিউজ। এসম্যাক্সের ব্যবসায়িক পোর্টফোলিওতে খুচরা জ্বালানি স্টেশন, বিমানবন্দর অপারেশন, জ্বালানি বিতরণ টার্মিনাল ও লুব্রিকেন্ট মিশ্রণ প্লান্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরামকোর এ অধিগ্রহণ প্রতিষ্ঠানটিকে পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মঞ্চে তার খুচরা উপস্থিতি প্রসার করার সুযোগ হিসেবে দেখছে। চিলি ও দক্ষিণ আমেরিকায় আরামকো ব্র্যান্ডটি চালু করার জন্য চুক্তিটি আরামকোর কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা তাদের পণ্যগুলোর জন্য নতুন বাজার অন্বেষণের সম্ভাবনা সরবরাহ করে। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে আরামকোর ভ্যালভোলিন গ্লোবাল প্রডাক্টস ব্যবসা অধিগ্রহণের পরে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

আরামকোর ডাউনস্ট্রিম প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আল কাহতানি জোর দিয়ে জানান, চুক্তি চিলি ও দক্ষিণ আমেরিকার বাজারে আরামকো ব্র্যান্ডের প্রবর্তনের জন্য প্লাটফর্ম তৈরি করেছে। ৬ আগস্ট পর্যন্ত আরামকো ২ দশমিক শূন্য ৮ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজার মূল্য নিয়ে বিশ্বব্যাপী তৃতীয় সর্বাধিক মূল্যবান কোম্পানি হিসেবে স্থান পেয়েছে। যেখানে মাইক্রোসফট ২ দশমিক ৪৪ ট্রিলিয়ন ডলার ও অ্যাপল ২ দশমিক ৮৬ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজার মূল্য রয়েছে। আয়ের দিক থেকে আরামকো দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে।

২০২৩-২৪ মৌসুমে কফির বৈশ্বিক উৎপাদন কমার আশঙ্কা

আনন্দবাজার ডেস্ক

আগামী ২০২৩-২৪ বিপণন মৌসুমে বিশ্বজুড়ে কফি উৎপাদন কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তবে এ সময় চাহিদা থাকবে নিম্নমুখী। বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলোয় চাহিদা অনেক বেশি দুর্বল হয়ে আসতে পারে। ফলে উৎপাদন কমলেও সরবরাহ ঘাটতিতে পড়বে না বাজার। রাবোব্যাংক সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

এ বছরের অক্টোবরে ২০২৩-২৪ মৌসুম শুরু হয়ে আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে শেষ হবে। ডাচ? ব্যাংকটির প্রাক্কলন অনুযায়ী, এ সময় বৈশ্বিক কফি উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৭ কোটি ২৬ লাখ ব্যাগে (প্রতি ব্যাগে ৬০ কেজি), যা আগের পূর্বাভাসের তুলনায় প্রায় ১৬ লাখ ব্যাগ কম। কলম্বিয়া ও ভিয়েতনামে উৎপাদন কমার আশঙ্কা থেকেই মূলত বৈশ্বিক উৎপাদন নিম্নমুখী হয়ে উঠবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আগের পূর্বাভাসে কলম্বিয়ায় ১ কোটি ৩৬ লাখ ব্যাগ কফি উৎপাদনের কথা জানিয়েছিল রাবোব্যাংক। নতুন পূর্বাভাসে তা কমিয়ে ১ কোটি ২৫ লাখ ব্যাগ নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে ভিয়েতনামে উৎপাদনের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২ কোটি ৯০ লাখ ব্যাগ, যা আগের পূর্বাভাসের তুলনায় প্রায় ৫ লাখ ব্যাগ কম। উভয় দেশেই বৈরী আবহাওয়ার কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বলে জানিয়েছে রাবোব্যাংক। তবে এ মৌসুমে পানীয় পণ্যটির ভারসাম্যপূর্ণ বৈশ্বিক সরবরাহের প্রাক্কলন করেছে ব্যাংকটি। যেসব দেশে কফি উৎপাদন হয় না সেসব দেশে নিম্নমুখী চাহিদার কারণেই সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাবোব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে কফির বৈশ্বিক আমদানি চাহিদা ছিল অনেক কম। এ সময় ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্যে চাহিদা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ কমে যায়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯ দশমিক ৬ শতাংশ কমেছে। এর মধ্য দিয়ে আমদানি ১৫ বছরের সর্বনিম্নে নেমেছে।

চলতি বছর রোবাস্তা কফির বৈশ্বিক দাম ব্যাপক বাড়ার পূর্বাভাস মিলেছে। গত বছরের তুলনায় দাম বাড়তে পারে প্রায় ২৮ শতাংশ। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রধান কফি উৎপাদক দেশগুলো বৈরী আবহাওয়ার সঙ্গে লম্বা সময় ধরেই লড়ছে। তার ওপর নতুন উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে এল নিনো। ফলে কফির বৈশ্বিক উৎপাদন আশঙ্কাজনক হারে কমছে। এ কারণেই পানীয় পণ্যটির বাজার ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

জরিপে দেয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, চলতি বছরের শেষ নাগাদ রোবাস্তা কফির গড় দাম টনপ্রতি ২ হাজার ৩০০ ডলারে উন্নীত হতে পারে, যা গত বছরের শেষ সময়ের তুলনায় প্রায় ২৮ শতাংশ বেশি। এশিয়ার দেশগুলোয় এরই মধ্যে এল নিনোর প্রভাবে আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে এসব দেশে কফি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ায় উৎপাদন পরিস্থিতি বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে রয়েছে।

রাবোব্যাংকের বিশ্লেষক কার্লোস মেরা বলেন, 'ভিয়েতনাম বিশ্বের শীর্ষ রোবাস্তা কফি উৎপাদক। দেশটিতে কফি উৎপাদনের জন্য উন্নত সেচ ব্যবস্থা রয়েছে। তবে ইন্দোনেশিয়ায় উৎপাদন বৃষ্টিপাতের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। তাই শুষ্ক আবহাওয়া সেখানকার উৎপাদন পরিস্থিতির জন্য অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।'

তুরস্কে গেমিং স্টার্ট-আপে ১২০ কোটি ডলার বিনিয়োগ

আনন্দবাজার ডেস্ক

তুরস্কে গেমিং স্টার্ট-আপগুলো ২০১৮-২২ সাল পর্যন্ত ১২০ কোটি ডলারের বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে। বিনিয়োগের পরিমাণ ছাড়িয়ে গেছে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চল (মেনা)। খবর দ্য ন্যাশনাল ।

স্টার্ট-আপ ডেটা প্লাটফর্ম ম্যাগনিট জানিয়েছে, পাঁচ বছর সময়ে এ কোম্পানিগুলো ১২০ কোটি ডলার বিনিয়োগ আকর্ষণ করেছে, বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ২৬৩ শতাংশ। অন্যদিকে মেনা অঞ্চলজুড়ে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৯০ লাখ ডলার। দুবাইভিত্তিক গবেষণা সংস্থাটি জানায়, ২০২১ সালে দেশটির বিনিয়োগ বেড়ে ৫০ কোটি ৫০ লাখ ডলারে পৌঁছায়। যার মধ্যে একটি ১৫ কোটি ৫০ লাখ ডলারের মেগা চুক্তি ছিল। এটি ২০২০ সালের বিনিয়োগ ২ কোটি ২০ লাখের তুলনায় বেশি। এ খাত আরো এক-চতুর্থাংশেরও বেশি বেড়ে ২০২২ সালে ৬৩ কোটি ৭০ লাখ ডলারে পৌঁছায়। এর মধ্যেও একটি ২৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার মূল্যের একটি মেগা চুক্তি ছিল। এ খাতে আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণও বেড়েছে। মোট বিনিয়োগকারীর মধ্যে ৬২ শতাংশ বিনিয়োগকারী বিদেশ থেকে এসেছেন। সমীক্ষা থেকে বোঝা যায়, বিনিয়োগকারীর দিক থেকেও তুরস্ক আবার মেনা অঞ্চলকে ছাড়িয়ে গেছে। পাঁচ বছরের ব্যবধানে, তুরস্কের গেমিং খাতে শীর্ষ তিন বিনিয়োগকারীর মধ্যে স্থানীয় ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম মেকার্স ফান্ড ও ইউএসভিত্তিক বান্ডারটন ক্যাপিটাল, যারা একসঙ্গে ১০ কোটি ৫০ লাখ ডলার বিনিয়োগ করেছে, তারপর ইউকেভিত্তিক ইনডেক্স ভেঞ্চারস ৯ কোটি ৯০ লাখ ডলার বিনিয়োগ করেছে । ম্যাগনিট জানায়, ২০২২ সালে তুরস্কে মোট গেমিং আয় ২৫০ কোটি ডলার ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আগস্টে ভারতের ভোজ্যতেল আমদানি বেড়েছে ৩৩%

আনন্দবাজার ডেস্ক

আসন্ন দুর্গা পূজাকে সামনে রেখে ভোজ্যতেল আমদানির নতুন রেকর্ড ছুঁয়েছে ভারত। আগস্টে ১৮ লাখ ৭০ হাজার টন উদ্ভিজ্জ তেল আমদানি করেছে দেশটি। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কম থাকায় ও দেশীয় তেলবীজ উৎপাদন কমে যাওয়ার আশঙ্কায় ভোজ্যতেল আমদানি বাড়িয়েছে ভারত। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২২ সালের একই সময়ের চেয়ে ৩৩ শতাংশ বেশি ভোজ্যতেল আমদানি করেছে দেশটি। এ তথ্য জানিয়েছে সলভেন্ট এক্সট্র্যাক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (এসইএ)। খবর এসপি গ্লোবাল। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়ায় মজুদ বাড়িয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ভোজ্যতেল আমদানিকারক দেশটি। এসইএ জানিয়েছে, চলতি বছরের আগস্টে গত বছরের জুলাইয়ের সর্বোচ্চ আমদানির রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে। সে সময় ১৭ লাখ ৭০ হাজার টন ভোজ্যতেল আমদানি করেছিল ভারত। মুম্বাইভিত্তিক উদ্ভিজ্জ তেলের ব্রোকারেজ সানভিন গ্রুপের গবেষণা প্রধান অনিলকুমার বাগানি বলেন, 'চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষ্ণ সাগর শস্য চুক্তি বাতিল হওয়ায় আমদানি সরবরাহ হুমকির মুখে পড়ে। এ কারণে উদ্ভিজ্জ তেলের দাম উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। অন্যদিকে কম বৃষ্টিপাতের দরুন দেশীয় তেলবীজের প্রত্যাশিত ফলন না আসার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এতে উদ্বিগ্ন হয়ে ব্যবসায়ীরা ভোজ্যতেল আমদানি অব্যাহতভাবে বাড়িয়েছেন।'

চলতি ২০২২-২৩ বিপণন বছরের প্রথম ১০ মাসে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৪ শতাংশ বেশি উদ্ভিজ্জ তেল আমদানি করেছে ভারত। এ বছর ১ কোটি ৪১ লাখ ২০ হাজার টন আমদানির কথা জানিয়েছে এসইএ। বছরওয়ারি হিসেবে এ বছর তেল আমদানির পরিমাণ সর্বকালের সর্বোচ্চে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। সম্প্রতি এসইএ বলেছে, চলতি বিপণন বছরে ১ কোটি ৬০ লাখ টন থেকে ১ কোটি ৬৫ লাখ টন ভোজ্যতেল আমদানির রেকর্ড হলেও আমরা অবাক হব না। ভারতের সর্বশেষ ভোজ্যতেল আমদানির রেকর্ড ছিল ২০১৬-১৭ বিপণন বছরে। ওই বছর দেশটি ১ কোটি ৫১ লাখ টন ভোজ্যতেল আমদানি করেছিল।

এসইএর তথ্য মতে, ভারতের ভোজ্যতেল আমদানির সিংহভাগই মূলত পামওয়েল। চলতি বছর গত বছরের চেয়ে ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ বেশি পামওয়েল এসেছে। এ বছর পামওয়েলের মোট আমদানি দাঁড়িয়েছে ১১ লাখ ৩০ হাজার টনে, যা গত জুলাইয়ের ১০ লাখ ৯০ হাজার টনের চেয়ে ৪ শতাংশ বেশি।

আগস্টে সয়াবিন আমদানি ৪ দশমিক ৫৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৫৭ হাজার ৮৯০ টন। আর জুলাইয়ে সয়াবিন আমদানির পরিমাণ ছিল ৩ লাখ ৪২ হাজার ২৭০ টন। গত বছরের চেয়ে এ বছরে জুলাইয়ে প্রায় ১ লাখ টন বেশি সয়াবিন আমদানি করা হয়েছে। এসইএ জানাচ্ছে, ২০২২ সালের জুলাইয়ে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৬৯৭ টন সয়াবিন এসেছে।

আগস্টে সূর্যমুখী তেলের আমদানি ১২ শতাংশ বেড়ে ৩ লাখ ৬৫ হাজার ৮৭০ টন হয়েছে। জুলাইয়ে যার পরিমাণ ছিল ৩ লাখ ২৭ ২৫৯ টন। আর গত বছরের একই মাসে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৩০৮ টন সূর্যমুখী তেল কিনেছিল ভারত।